দলনেতা হতে মাঠে নেমেছেন বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, বুধবার আচমকা দিল্লি ছুটে গিয়ে এই বিষয়ে কথাবার্তা শেষ করে এসেছেন সুদীপ। বৃহস্পতিবার রাজ্যে ফিরে আসেন তিনি। কংগ্রেসের বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, প্রদেশ সভাপতি সুদীপ রায়বর্মন ছাড়াও বিরোধী দলনেতার দৌড়ে থাকলেও সুবিধা করতে পারছেন না। এখনই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ মাতৃদশায় থাকা বিধায়ক বীরজিৎ সিন্‌হা। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত যা পরিস্থিতি বিরোধী দলনেতার দৌড়ে সামনে রয়েছেন সুদীপ রায়বর্মন। নিজের মতো করে চেষ্টা চালাচ্ছেন রতনলাল নাথও।

চিঠি দিয়ে জানাতে বলেছেন সচিব সুভাষ ভট্টাচার্য। বেলা ১১টা ২৫ মিনিট নাগাদ সভার নেতা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সভায় প্রবেশ করার পরই শুরু হয় শপথ। বিরোধীহীন এই সভায় সব চেয়ার তখন বামফ্রন্টের মন্ত্রী, বিধায়কদের দখলে। ইংরেজি, বাংলা, ককবরকে চলে শপথ গ্রহণ। নেবেন বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। সচিব সুভাষ ভট্টাচার্য জানান, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ রায় বর্মন টেলিফোন করে ও কংগ্রেস বিধায়ক রতনলাল নাথ সচিবের সঙ্গে নিজে দেখা করে শপথ নেওয়ায় দিনক্ষণ জানিয়ে দেন। সেই অনুযায়ীই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে সচিব জানিয়েছেন।

রেগায় এখন পর্যন্ত মিলেছে ৯৮২ কোটি

ত্রিপুরা ৭৩ দিন কাজ দিয়ে সারা দেশে এগিয়ে

আজকালের প্রতিবেদন: রেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে এ বছরও এগিয়ে রয়েছে ত্রিপুরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্য মহাকরণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরি জানান, চলতি মাসের ৬ তারিখ অবধি সারা রাজ্যে গড়ে ৭৩টি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ, রাজ্য সরকারের অংশ এবং গত অর্থ বছরের ওপেনিং ব্যালান্স মিলিয়ে মোট ৯৮২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা রয়েছে রাজ্য সরকারের হাতে। এর মধ্যে কেন্দ্রের শেয়ার রয়েছে ৭৬৭ কোটি ৯৮ লাখ টাকা, রাজ্যের শেয়ার রয়েছে ১৫৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। গত অর্থ বছরের ওপেনিং ব্যালান্স হিসেবে রয়েছে ৫৬ কোটি ২৩ লাখ টাকা। এদিকে রাজ্যের জন্যে রেগা প্রকল্পের তৃতীয় দফার আর্থিক মজুরি আগামী দু-একদিনের মধ্যে আসতে পারে বলে জানিয়েছেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন রকমের ব্যস্ততার কারণে শ্রমদিবস সৃষ্টিতে খানিকটা শ্লথতা এসেছে, নইলে ইতিমধ্যে প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছনো যেত, বলেছেন মন্ত্রী। পারফরমেন্স রিপোর্টে এ পর্যন্ত সারা দেশে ত্রিপুরাই সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। তার পরই গড়ে ৬১.৩৩ শ্রমদিবস নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মিজোরাম। ৪৮.৩২ শ্রমদিবস নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু। চতুর্থ স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র। সারা দেশে সবচেয়ে কম শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে গোয়াতে। মাত্র ১২.৪৪ শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে রাজ্যটিতে। আগামী অর্থ বছরের জন্য রাজ্যের শ্রম বাজেট ইতিমধ্যেই অনুমোদন করা হয়েছে। তাতে গড়ে ৯৬ শ্রমদিবস সৃষ্টি করার জন্য বলা হয়েছে ত্রিপুরাকে। প্রসঙ্গত, অর্থ বছরে ৮৬টি শ্রমদিবস সৃষ্টি করেছিল ত্রিপুরা। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে এই অর্থবছরেই গড়ে নব্বই শ্রমদিবস সৃষ্টি করতে পারবে ত্রিপুরা, বলেছেন জিতেন্দ্র।

ড. অরিজিৎ দাসের আরেকটি নতুন সূত্র আবিষ্কার রসায়নে

আজকালের প্রতি.ন্দন: কৈলাসহর, ৮ মার্চ— রসায়নে বন্ধনক্রম বের করতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় পাঁচ সেকেন্ড। নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার করে ড. অরিজিৎ দাস ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সময় সঞ্চয় করে দিলেন। আনবিক তত্বচিত্র ছাড়া অণু, আয়ন এবং আম্লিক মূলকের বন্ধনক্রম বের করার কাজে লাগবে এই ফর্মুলা। নতুন আবিষ্কৃত ফর্মুলার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা বন্ধনক্রম তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে বের করতে পারবে। যা বইয়ের প্রচলিত সূত্র দিয়ে বের করতে সময় লাগত কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাত মিনিট। তাঁর এই আবিষ্কার দিল্লি থেকে প্রকাশিত রসায়ন গবেষণা গ্রন্থ 'কেমিস্ট্রি টুডে'-তে প্রকাশ হয়েছে। দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, হায়দরাবাদ, ওসমানিয়া, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস (বেঙ্গালুরু), নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কল্যাণী ইউনিভার্সিটি ড. দাসের এই সূত্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বীকৃতি এসেছে ৪টি আই আই টি থেকে। এগুলো হল আই আই টি কানপুর, আই আই টি খড়্গপুর, আই আই টি গুয়াহাটি, আই আই টি পাটনা। উল্লেখ্য, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মন.নর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান তরুণ অধ্যাপক ড. অরিজিৎ দাস ইতিপূর্বে রসায়নের আরও দুটি নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার করে ছাত্রছাত্রীদের ঠিক একইভাবে সময় বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আবিষ্কারটি ছিল 'সংকরায়ণ' এবং 'বাই সাইক্লো ও স্পাইরো যৌগের ইউপেক' নামকরণের ওপর। মোট ওই তিনটি সূত্র ব্যবহারের ফলে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় বাঁচবে। ইতিমধ্যে যাদবপুর ও হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ড. অরিজিৎ দাসের সূত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর কে নাথ তিনটি ফর্মুলাকে অজৈব রসায়নের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অরিজিৎ আমেরিকার দুটি এবং দিল্লির একটি বিজ্ঞান জার্নালের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর আবিষ্কারের রয়্যালিটির অর্থ রামকৃষ্ণ মিশন আগরতলার হাতে তুলে দিয়েছেন। গত ৫ মার্চ এই অর্থ থেকে পাঁচ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন।

আজ মিজোরামের পথে ত্রিপুরা পুলিসের উচ্চপর্যায়ের দ

আইজল বিমানবন্দরের কাছে উদ্ধার ৩৩ স্বয়ংক্রিয় বন্দুব

কৌস্তভ ভট্টাচার্য ও মৃত্যুঞ্জয় শর্মা

৮ মার্চ— মিজোরামের আইজল বিমানবন্দরের কাছ থেকে তেত্রিশটি অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল উদ্ধার করল আসাম রাইফেলস এবং মিজোরাম পুলিসের জওয়ানরা। বৃহস্পতিবার রাতে এবং শুক্রবার সকালে। দু'দফায়। আটক করা হয়েছে তিন যুবককে। মিজোরাম পুলিস জানিয়েছে, এই জঙ্গি দলটি মিজোরামের 'শান্তি বাহিনী'-র সদস্য। ত্রিপুরার জঙ্গি দলের সঙ্গে এই জঙ্গি দলের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে ত্রিপুরা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত পুলিস সুপার এইচ এস ডার্লং এবং কাঞ্চনপুরের মহকুমা পুলিস প্রধান সুদীপ পাল শনিবার আইজল যাচ্ছেন। পুলিস আরও জানিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আসাম রাইফেলস এবং মিজোরাম পুলিস লেঙ্গপুই ও আইজল বিমানবন্দরের প্রায় চার কিলোমিটার পেরিয়ে একটি পরিত্যক্ত গ্যারেজে হানা দেয়। ওই গ্যারেজের একটি বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারের সুইচ বাক্স থেকে মেলে বাইশটি একে-৪৭ রাইফেল এবং তিনটি এল এম জি। সেখান থেকেই আটক করা হয় সবুজ চাকমা, রবি চাকমা এবং মণি ত্রিপুরাকে। এদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিস শুক্রবার সকালে মিঙ্গা এলাকা থেকে আরও আটটি এ কে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার করে। সঙ্গে প্রচুর কার্তুজ। ঘটনাস্থল আইজল থানা থেকে পাহাড়ি পথে প্রায় ২৮ কিলোমিটার। ধৃত সবুজ ও রবির বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পাহাড়ের খাগড়াছড়ি গ্রামে। এবং মণির বাড়ি বাংলাদেশের রাঙামাটিতে। তবে পুলিস বলছে, সবুজ এবং রবি আদতে ত্রিপুরার বাসিন্দা। ত্রিপুরার জঙ্গি দল এন এল এফ টি-র সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে। এত বিপুল পরিমাণে অস্ত্র কাঞ্চনপুরের ভাংমুন সীমান্ত হয়ে ত্রিপুরায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা ছিল কি না সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিসের একটি মহল। কাঞ্চনপুরের সীমানাপুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একটা বিশাল অংশে এখনও কাঁটাতারের বেড়া হ খবর এই পথ দি গেছে। পার্শ্ববর্তী রাজ কাছে এত বিপুল পরি রাজ্য পুলিস। তবে রা জানিয়েছেন বাংলাদে শান্তিবাহিনীর জঙ্গি ত্রিপুরা পুলিসের এ বিস্তৃত জিজ্ঞাসাবাদ ন যাচ্ছে না। তবে যে বা করেছিল তারা কোনও স্পষ্ট। পুলিস আশা ক জানা যাবে।